Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনী ইলম অর্জন করার গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 23100121134

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনী ইলম অর্জন করার গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 23100121134

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দ্বীনী ইলম অর্জন করার গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, আইডিঃ 23100121134 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দ্বীনী ইলম অর্জন করার গুরুত্ব ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জান্নাতুল ফেরদৌস

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌস

আইডিঃ 23100121134

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা (Introduction) 6

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট 6

১.২ ইলমের সংজ্ঞা ও স্বরূপ 6

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা 7

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য 7

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি 7

অধ্যায় ২: ইলমের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ 8

২.১ ইলমের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ 8

২.২ ইসলামি দৃষ্টিকোণে জ্ঞানের উৎস (ওহী, আকল ও ইন্দ্রিয়)। 8

২.৩ ইলমের শ্রেণিবিভাগ (ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া) 10

২.৪ উপকারী ও অপকারী ইলম 11

অধ্যায় ৩: আল-কুরআনের আলোকে ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত 12

৩.১ প্রথম ওহী এবং ‘ইকরা’র তাৎপর্য 12

৩.২ আলেম ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য 12

৩.৩ মর্যাদা বৃদ্ধি ও জান্নাতের উচ্চ মাকাম 13

৩.৪ আল্লাহভীতির মূল ভিত্তি: জ্ঞান 13

৩.৫ জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা 14

অধ্যায় ৪: সুন্নাহর আলোকে ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত 21

৪.১ ইলম অন্বেষণকারীর জন্য জান্নাতের পথ 21

৪.২ ফেরেশতাদের সম্মান ও সৃষ্টিজগতের দোয়া 21

৪.৩ নবীদের উত্তরাধিকারী (ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া) 22

৪.৪ সর্বোত্তম ব্যক্তির পরিচয় 22

অধ্যায় ৫: বাস্তব জীবনে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা 26

৫.১ নির্ভুল ইবাদত নিশ্চিতকরণে 26
৫.২ নৈতিকতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধি (character Building) 27
৫.৩ হালাল-হারাম ও আধুনিক জীবনধারা 28
৫.৪ পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা 30
৫.৫ অপপ্রচার ও ফিতনা প্রতিরোধ 32
অধ্যায় ৬: উপসংহার ও সুপারিশ 34
৬.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ (Conclusion) 34
৬.২ সুপারিশসমূহ (Recommendations) 34
গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography/References 38

অধ্যায় ১: ভূমিকা (Introduction)

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

মানবজাতির হেদায়েত ও সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো জ্ঞান বা ইলম। মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআনের প্রথম শব্দ হিসেবে 'ইকরা' (পড়ো) অবতীর্ণ করে ইলমের গুরুত্ব ঘোষণা করেছেন। আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও প্রযুক্তির জয়জয়কারের যুগ হলেও নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে মানুষ এক চরম সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দ্বীনি ইলম বা ধর্মীয় জ্ঞান কেবল ইবাদত-বন্দেগির জন্য নয়, বরং একজন মানুষের আত্মপরিচয় ও নৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১.২ ইলমের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

আরবি 'ইলম' শব্দের অর্থ জানা বা জ্ঞান লাভ করা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সা.) নির্দেশিত জীবনবিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং যা দ্বারা পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হয়, তাকেই দ্বীনি ইলম বলা হয়। ইমাম গাজালি (রহ.)-এর মতে, ইলম হলো সেই আলোকবর্তিকা যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে এবং মহান স্রষ্টার সাথে তাঁর সৃষ্টির সেতুবন্ধন তৈরি করে।

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান পৃথিবীতে আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসারের ফলে মানুষ নানাবিধ ভ্রান্ত মতাদর্শ ও সংশয়বাদের (Atheism & Liberalism) সম্মুখীন হচ্ছে। এই ফিতনার যুগে দ্বীনি ইলম না থাকার কারণে সাধারণ মুসলিমরা সহজেই ঈমানি সংকটে পড়ছে। এছাড়া:

শুদ্ধভাবে ইবাদত করার জন্য মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

হালাল-হারামের পার্থক্য বোঝার জন্য ইলমের বিকল্প নেই।

সমাজ থেকে অস্থিরতা ও নৈতিক অবক্ষয় দূর করতে ওহীর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই থিসিস বা গবেষণাপত্রটির মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

১. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দ্বীনি ইলম শিক্ষার ফজিলত তুলে ধরা।

২. আধুনিক যুগের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা।

৩. কর্মব্যস্ত জীবনে সাধারণ মানুষের জন্য ইলম অর্জনের উপায়সমূহ চিহ্নিত করা।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় প্রধানত বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী (Descriptive & Analytical) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্যের উৎস হিসেবে আল-কুরআন, প্রধান হাদিস গ্রন্থসমূহ, নির্ভরযোগ্য তাফসীর এবং সমকালীন ইসলামী স্কলারদের গবেষণাপত্র ও নিবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে।

অধ্যায় ২: ইলমের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

২.১ ইলমের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

শাব্দিক অর্থ: 'ইলম' (علم) একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো জ্ঞান, অবগত হওয়া, কোনো বস্তুর স্বরূপ অনুধাবন করা বা প্রজ্ঞা। এটি 'জাহালত' বা অজ্ঞতার বিপরীত শব্দ।

পারিভাষিক অর্থ: ইসলামি পরিভাষায় ইলম বলতে এমন জ্ঞানকে বোঝায়, যা ওহীর (কুরআন ও সুন্নাহ) আলোকে অর্জিত হয় এবং যা মানুষকে আল্লাহ তাআলার পরিচয়, তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে সঠিক দিশা দান করে।

1] যেমন আল্লাহ বলেন, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم ‘বস্তুত প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী থাকেন’ (ইউসুফ ১২/৭৬)। পরিভাষায় বলা হয়, هو حصول صورة الشئ فى العقل ‘আক্বলের মধ্যে কোন বস্তুর আকৃতি অর্জিত হওয়া’।[2 ইমাম গাজালী (র.)-এর মতে, "ইলম হলো এমন এক আলো, যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়।"

২.২ ইসলামি দৃষ্টিকোণে জ্ঞানের উৎস (ওহী, আকল ও ইন্দ্রিয়)।

ইসলামী দৃষ্টিকোণে জ্ঞানের প্রধান উৎসসমূহকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়: ওহী-ভিত্তিক জ্ঞান (Revealed Knowledge) এবং অর্জিত জ্ঞান (Acquired Knowledge)। ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টেমোলজিতে জ্ঞানের মূল উৎসগুলো নিচে আলোচনা করা হলো: ১. প্রধান ও মৌলিক উৎসসমূহ (ওহী)

ইসলামে বিশুদ্ধ ও অভ্রান্ত জ্ঞানের মূল আধার হলো ওহী, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

আল-কুরআন: এটি ইসলামী জ্ঞানের প্রধান ও সর্বোচ্চ উৎস। কুরআনকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গাইডলাইন এবং মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুন্নাহ ও হাদিস: মহানবী (সা.)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি হলো জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস। এটি কুরআনের বিধানগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা প্রদান করে।

২. মানবীয় বা অর্জিত উৎসসমূহ

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টিগতভাবেই কিছু অনুষঙ্গ দিয়েছেন যার মাধ্যমে সে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

বিবেক ও বুদ্ধি (Intellect): যুক্তিনির্ভর জ্ঞান লাভের জন্য ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ ও গবেষণাকে গুরুত্ব দেয়। এটি দৃশ্যমান জগত বুঝতে এবং স্রষ্টাকে চিনতে সাহায্য করে।

পঞ্চেন্দ্রিয় (Sensory Organs): চোখ, কান ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ জগত পর্যবেক্ষণ করে সরাসরি জ্ঞান লাভ করে। কুরআনে বারবার বিশ্বজগত নিয়ে চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইলহাম বা অন্তর্দৃষ্টি (Intuition): এটি হৃদয়ের গভীর থেকে আসা এক ধরণের জ্ঞান যা আত্মিক পবিত্রতার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

৩. গৌণ উৎসসমূহ (আইন ও বিচারিক ক্ষেত্রে)

ইসলামী শরীয়ত ও বিধিবিধান নির্ণয়ে আরও কিছু উৎস ব্যবহৃত হয়:

ইজমা: কোনো বিষয়ে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের ঐক্যমত্য।

কিয়াস বা ইজতিহাদ: কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে গবেষক বা আলেমদের নিজস্ব গবেষণা ও বিচারিক বিশ্লেষণ।

সারকথা: ইসলামে জ্ঞানের প্রকৃত উৎস মহান আল্লাহ। তিনি ওহীর মাধ্যমে মানুষকে চিরন্তন সত্যের জ্ঞান দিয়েছেন এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দিয়েছেন জাগতিক জ্ঞান অন্বেষণের জন্য

২.৩ ইলমের শ্রেণিবিভাগ (ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়া)

দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে ফিকহবিদগণ একে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

১. ফরজে আইন (ব্যক্তিগতভাবে আবশ্যকীয় জ্ঞান)

ফরযে আইন : শরী'আত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম আহকাম ও মাসআল-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাছিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।[11] **ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ফরযে আইন ইলম হ'ল- ১. ঈমানের উছূল তথা খুঁটিগুলো জানা, ২. ইসলামী শরী'আতের ইলম। যেমন- ওযূ, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি, ৩. ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর জ্ঞান, ৪. মু'আমালাত ও মু'আশারাতের ইলম।**[12]

এটি সেই পরিমাণ জ্ঞান যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর বাধ্যতামূলক। এর অভাবে একজন ব্যক্তি তার ইসলামি পরিচয় ও ইবাদত বজায় রাখতে পারে না।
আকীদাহ বা বিশ্বাস: আল্লাহর তাওহীদ, ফেরেশতা, কিতাব, নবী-রাসূল এবং পরকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা।
ইবাদতের নিয়ম: শুদ্ধভাবে নামাজ পড়ার পদ্ধতি, রোজার মাসআলা এবং সামর্থ্য থাকলে হজ ও জাকাতের জ্ঞান।
হালাল-হারাম: প্রাত্যহিক জীবনে হারাম বর্জন ও হালাল গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান। যেমন: মিথ্যে বলা, গিবত করা বা ব্যবসায়িক লেনদেনের মৌলিক জ্ঞান।

২. ফরজে কেফায়া (সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় জ্ঞান)

ফরযে কিফায়া : কোন বিয়য়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করা তথা বিশেষজ্ঞ হওয়া, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন ইসলামী শরী'আতের জ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ- 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহর নাফরমানী হ'তে) সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' (তওবা ৯/১২২)।

সমাজের একটি অংশ যদি এই জ্ঞান অর্জন করে, তবে বাকিরা গুনাহ থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু কেউ যদি অর্জন না করে, তবে পুরো সমাজ দায়ী থাকে।

গভীর পাণ্ডিত্য: কুরআন ও হাদিসের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতা এবং ইজতিহাদ করা।

আনুষঙ্গিক বিজ্ঞান: দ্বীনের প্রয়োজনে চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, গণিত বা প্রতিরক্ষা বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করাও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

২.৪ উপকারী ও অপকারী ইলম

রাসূলুল্লাহ (সা.) সবসময় 'ইলমে নাফে' বা উপকারী ইলমের জন্য দোয়া করতেন।

উপকারী ইলম: যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর অনুগত করে, আখলাক (চরিত্র) উন্নত করে এবং মানুষের উপকারে আসে।

অপকারী ইলম: যে জ্ঞান দ্বারা মানুষের অনিষ্ট হয় (যেমন: জাদুকরী বিদ্যা বা ক্ষতিকর প্রযুক্তি) অথবা যা অর্জনের পর অহংকার জন্মায় কিন্তু আমল হয় না।

অধ্যায় ২-এর মূল বক্তব্য (Key Summary)

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইলম কেবল তথ্য সংগ্রহ নয়; বরং এটি একটি দায়িত্ব। প্রত্যেকের জন্য অন্তত ততোটুকু শেখা ফরজ, যতটুকু দিয়ে সে তার ঈমান ও আমলকে সহীহ রাখতে পারে।

অধ্যায় ৩: আল-কুরআনের আলোকে ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

৩.১ প্রথম ওহী এবং 'ইকরা'র তাৎপর্য

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতরণ। আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যখন জিবরাঈল (আ.)-কে নবীজি (সা.)-এর কাছে পাঠালেন, তখন প্রথম শব্দটিই ছিল 'ইকরা' বা 'পড়ুন' সূরা আলাক: ১-৫।

বিশ্লেষণ: এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামি জীবনদর্শনের সূচনা হয়েছে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে। কোনো ইবাদত বা বিধান দেওয়ার আগে আল্লাহ জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

৩.২ আলেম ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য

পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, একজন জ্ঞানী এবং একজন মূর্খ কখনো সমান হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? কেবল বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" সূরা আস-যুমার: ৯

তাৎপর্য: এখানে আলেম বা জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানো হয়েছে। দুনিয়া এবং আখেরাত—উভয় জগতেই জ্ঞানীরা সাধারণ মানুষের চেয়ে অগ্রগামী।

৩.৩ মর্যাদা বৃদ্ধি ও জান্নাতের উচ্চ মাকাম

জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা নির্ধারণ করে রেখেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।" সূরা আল-মুজাদালাহ: ১১
গবেষণামূলক ব্যাখ্যা: মুফাসসিরগণের মতে, এখানে 'উচ্চ মর্যাদা' বলতে দুনিয়াতে সম্মান ও প্রভাব এবং আখেরাতে জান্নাতের উচ্চ স্তরকে বোঝানো হয়েছে।

৩.৪ আল্লাহভীতির মূল ভিত্তি: জ্ঞান

আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় কেবল ইলমের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। যার ইলম নেই, তার অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব যথাযথভাবে জাগ্রত হয় না। আল্লাহ বলেন: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে যথাযথভাবে ভয় করে।" সূরা ফাতির: ২৮
সিদ্ধান্ত: এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ইলম হলো এমন এক নূর যা মানুষের মনে ‘তাকওয়া’ বা খোদাভীতি সৃষ্টি করে।

৩.৫ জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া ও আকাঙ্ক্ষা

আল্লাহ তাআলা নবীজি (সা.)-কে অনেক কিছু চাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু সরাসরি কোনো বস্তু বৃদ্ধির দোয়া শিখিয়েছেন কেবল জ্ঞানের ক্ষেত্রে: وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"এবং বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।" সূরা তোয়াহা: ১১৪

শিক্ষা: একজন মুমিনের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত আমরণ ইলম অন্বেষণ করা।

(১) মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম : কলম ইল্মের অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ، 'আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, 'লিখ'। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই'।[3] সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই লেখনির মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর ছাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হ'ল 'সূরা ক্বলম'। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, قيّدوا العلم بالكتابة 'তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল'।[4]

লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীছ পেয়েছি। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।[5] আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ، 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (ছাহাবীদের) বললেন, তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও'।[6]

(২) ইলমের কারণে আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয় : আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-

কে সৃষ্টি করে ইল্ম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيْمُ- ‘অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’ (বাক্বারাহ ২/৩১-৩২)। অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, ‘হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?’ (বাক্বারাহ ২/৩৩)। এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন’ (বাক্বারাহ ২/৩৩-৩৪)।

(৩) জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে : পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন- ১. খিযির (কাহাফ ১৮/৬৫), ২. লোকমান (লোকমান ৩১/১২), ৩. ত্বালূত (বাক্বারাহ ২/২৪৭)।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে অবতীর্ণ প্রথম বাণী ‘পড়’ : লিখার মত পড়াও ইলমের অন্যতম মাধ্যম। জাহেলী সমাজে ইসলামের আলো জ্বালানোর জন্য ‘উম্মী’ তথা ‘নিরক্ষর’ নবীকে (জুম‘আ ৬২/২) প্রথমে পড়া তথা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم- ‘পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড হ’তে। পড়, আর

তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' ('আলাক্ব ৯৬/১-৫)।

(৫) ইলম অন্বেষণ করা ফরয : ইলম অর্জনের হুকুম হ'ল ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 'অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ত্রুটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর' (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। এখানে মহান আল্লাহ 'ঈমান' ও 'আমলের' পূর্বে ইল্ম অর্জনকে আবশ্যক করেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয'।[7] ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب العلم قبل القول والعمل 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন অনুচ্ছেদ'। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াত পেশ করে বলেন, 'আল্লাহ ইলম দ্বারা আরম্ভ করেছেন।[8] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ইলম ছাড়া ঈমান হয় না'।[9]

(৬) ইলম সকল ইবাদতের মূল : যে কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।[13] আর এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। এছাড়াও তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত জানার জন্যও ইল্মের প্রয়োজন। আল্লাহ দুনিয়াতে দু'টি রাস্তা দেখিয়েছেন (বালাদ ৯০/১০), একটি শুকরিয়ার অন্যটি কুফরীর (ইনসান ৭৬/৩)। একটি শয়তানের অন্যটি রহমানের। এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হক-বাতিল বা সঠিক-বেঠিক জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন।

ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, ইলম অর্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ'।... আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; ছায়েম ছিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইল্ম হ'ল সবকিছুর মূল।[14]

(৭) ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলো : মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم- ‘আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমাদের আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্তুতঃ আমরা একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমরা পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমরা চাই। আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ’ (শূরা ৪২/৫২)।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও আলো আর মূর্খতা হ’ল মৃত ও অন্ধকার। সমস্ত অনিষ্টের মূল হ’ল জীবন ও আলো না থাকা। আর কল্যাণের মূল হ’ল আলো ও জীবন। মহান আল্লাহ বলেন, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، ‘আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে’ (আন‘আম ৬/১২২)।[15]

(৮) আক্বীদা ও আমল ছহীহ হওয়ার ভিত্তি ইল্ম : কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হ’ল ইল্ম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

‘নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইল্মের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইল্মের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহ’লে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইল্ম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে’।[16]

(৯) ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অধিক : সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, فضلُ العلمِ أحبُّ إليَّ من فضلِ العبادةِ وخيرُ دِينكمُ الورَعُ، ‘ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। আর তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ’ল আল্লাহভীতি’।[17]

হুযায়ফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ 'ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হ'ল সংযমশীলতা'।[18]

(১০) ইলম পানাহার অপেক্ষা অধিক যরূরী : মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি কোনটা খাবে, কোনটা খাবে না সেটাও ইলমের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হবে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, الناس مُحْتَاجُون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْتَاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعِلْم يُحْتَاج إليه بِعَدَد الأنفاس 'মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু'বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ'।[19]

(১১) ইলম নবীদের উত্তরাধিকার : প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার হ'ল। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِر 'অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে'।[20]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাযার অতিক্রম করছিলেন। তখন বাযারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বাযারের লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে অপারগ করল? তারা বলল, উহা কি হে আবূ হুরায়রাহ? তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মীরাছ বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন? তারা বলল, উহা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। একথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এল। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করলে? তারা বলল, হে আবূ হুরায়রাহ! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কোন

কিছু বণ্টন হচ্ছে তা তো দেখলাম না? আবূ হুরায়রা বললেন, তোমরা মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি কিছু লোক ছালাত আদায় করছে, কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে, কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে। তখন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আফসোস তোমাদের জন্যে! ওটাই তো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মীরাছ'।[21]

(১২) সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম : সকল মানুষই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। আলী (রাঃ) বলেন, العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاق، 'সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়'।[22] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী।[23] যেমন- ক. ইলম হ'ল নবীগণের মীরাছ, আর সম্পদ হ'ল ধনীদের মীরাছ। খ. নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়। গ. সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়। ঘ. নিশ্চয়ই মালের মালিক মারা গেলে তার থেকে মাল পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে। ঙ. সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয় কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না। চ. সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না। ছ. সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। জ. সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঝ. নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে। ঞ. সম্পদশালী মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আলেম আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

(১৩) ইল্ম অর্জন জিহাদের অন্যতম প্রকার : জিহাদ শুধু ঢাল-তরবারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইলম অর্জনও এক প্রকার জিহাদ; বরং এটিই সকল জিহাদের

মূল। কারণ ইলম ছাড়া কোন জিহাদই সঠিক হবে না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘জিহাদ দুই প্রকার। প্রথমত: হাত ও মুখের জিহাদ; দ্বিতীয়ত: প্রমাণ ও দলীলের জিহাদ। এটা যারা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী তাদের সাথে খাছ। এটা নেতাদের জিহাদ’। বিশাল উপকারিতা, সরবাহের ব্যাপকতা ও তার শত্রুদের বিশালতার কারণে ২য় প্রকার দু’টি জিহাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এজন্য মহান আল্লাহ সূরা ফুরক্বানে বলেন, ‘আর আমরা চাইলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী (রাসূল) প্রেরণ করতাম। অতএব তুমি কাফেরদের অনুসরণ করো না। আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর জিহাদ কর’ (ফুরক্বান ২৫/৫১-৫২)।[24]

এই অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ:

কুরআনের এই আয়াতগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইলম অর্জন করা কেবল জাগতিক কোনো বিষয় নয়, বরং এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম।

অধ্যায় ৪: সুন্নাহর আলোকে ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

৪.১ ইলম অন্বেষণকারীর জন্য জান্নাতের পথ

রাসুলুল্লাহ (সা.) জ্ঞান অর্জনের পথকে জান্নাতে যাওয়ার সহজতম উপায় হিসেবে ঘোষণা করেছেন। হাদিসে এসেছে

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ:

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" [সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৯৯]
বিশ্লেষণ: এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, দ্বীনি ইলমের প্রতিটি ধাপ মুমিনের জন্য জান্নাতের একেকটি সিঁড়ি স্বরূপ।

৪.২ ফেরেশতাদের সম্মান ও সৃষ্টিজগতের দোয়া

ইলম অন্বেষণকারীর মর্যাদা এতো বেশি যে, আসমান-জমিনের সকল সৃষ্টি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:
"জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। নিশ্চয়ই আলিমের জন্য আসমান ও জমিনের অধিবাসী এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" [সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৬৪১]

৪.৩ নবীদের উত্তরাধিকারী (ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া)

দুনিয়াতে মানুষের সবচেয়ে বড় গৌরব হলো নবীদের উত্তরসূরি হওয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কোনো টাকা-পয়সা উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা রেখে গেছেন ইলম।" [সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৩]

তাৎপর্য: সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, কিন্তু ইলম বিতরণ করলে বৃদ্ধি পায়। নবীদের এই মিরাস বা সম্পদ লাভ করাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন।

৪.৪ সর্বোত্তম ব্যক্তির পরিচয়

সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে দ্বীনি জ্ঞানকে ধরা হয়েছে। হাদিসে এসেছে

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।" [সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫০২৭]

সিদ্ধান্ত: জাগতিক ডিগ্রির চেয়েও আল্লাহর কাছে কুরআনের জ্ঞানের গুরুত্ব অনেক বেশি

(১৪) ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায় : দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন তান্মধ্যে ঈমান তথা ইল্ম হ'ল প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' (আছর ১০৩/২-৩)। মূলতঃ জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হ'ল ইলম (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইমাম শাফেঈ বলেন, من أراد الدنيا

فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا ‘যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী’।[25]

(১৫) আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান দান করেন : মু‘আবিয়াহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين ‘আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন’।[26] আর যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেন তাকেই মূলতঃ সর্বিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্ত্তত জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না’ (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم، ‘নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখেরাতে যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা ইলমের জন্যই লাভ করেছে’।[27]

ছাহাবীগণ ভিন্ন ভিন্ন ইলমে পারদর্শী ছিলেন। কেউ হাদীছ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ), আনাস (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআন লিখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। যেমন যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ), মু‘আবিয়া (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআনের তাফসীরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। কেউ আবার শৈশবেই গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) একদা বললেন, গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে অবগত কর সেটি কি গাছ? তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা হ’ল, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (ছোট হওয়ায়) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের বলে দিন, সেটি কি গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ’।[28]

(১৬) ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয় : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ 'হয়তো তার অসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ'।[29]

(১৭) ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে নে'মত : আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নে'মত হ'ল ইলম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا- 'আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহর করুণা অসীম' (নিসা ৪/১১৩)। আর যাকে এই ইলম দেওয়া হয়েছে তাকেই মূলত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। আল্লাহ ইলমের মত নে'মত তাঁর প্রিয় বান্দা তথা নবী-রাসূলদেরকে দিয়েছেন। যেমন- ইউসুফ (আঃ) (ইউসুফ ১২/২২), মূসা (আঃ) (ক্বাছাছ ২৮/১৪), ঈসা (আঃ) (মায়েদাহ ৫/১১০), দাঊদ (আঃ) (ছোয়াদ ৩৮/২০), সোলায়মান (আঃ) (আম্বিয়া ২১/৭৯;নামল ২৭/১৫)।

(১৮) মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে : দুনিয়াতে ইলম যেমন মর্যাদার বস্তু তেমনি মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه، 'আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; ছাদাক্বাহ জারিয়াহ অথবা ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[30] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ

يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِه ‘মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ’তে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয় তা হ’ল সেই ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন, যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে’।[31]

(১৯) রাসূল (ছাঃ) কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিতেন : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওহোদের শহীদগণের দু’দু’জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلْهُم ‘তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু’জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ’লে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি’।[32]

এই অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ:

সুন্নাহর আলোকে দেখা যায়, দ্বীনি ইলম অর্জন করা কেবল ব্যক্তিগত সওয়াবের কাজ নয়, বরং এটি পুরো সৃষ্টিজগতের সাথে একটি আধ্যাত্মিক সংযোগ তৈরি করে এবং ব্যক্তিকে সরাসরি নবীদের কাতারে সম্মানের আসীন করে।

অধ্যায় ৫: বাস্তব জীবনে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা ইলমের তাত্ত্বিক ফজিলত জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব কীভাবে দ্বীনি ইলম আমাদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনকে সুশৃঙ্খল করে।

৫.১ নির্ভুল ইবাদত নিশ্চিতকরণে

১. ইখলাস ও শিরকমুক্ত ইবাদত (কুরআনের আয়াত)

ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

তাদেরকে কেবল এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত" করে তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে।" (সূরা আল-বায়্যিনাহ, আয়াত: ৫)

শিরকমুক্ত আমল:

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে" ,এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।" (সূরা আল-কাহাফ (আয়াত: ১১০

২. ইবাদতে একাগ্রতা ও শুদ্ধতা (হাদীস)

নিয়তের বিশুদ্ধতা:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" (সহীহ বুখারী, ১)"

রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

,যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমাদের (শরীয়তের) নির্দেশনা নেই" তা বর্জনীয়।" (সহীহ মুসলিম, ১৭১৮)

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব (আল্লাহর পবিত্রতা):

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র (হালাল) ব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না।" (সহীহ মুসলিম, ১০১৫)

ইসলামে যেকোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে: নিয়ত এবং সঠিক পদ্ধতি। পদ্ধতি জানার একমাত্র উপায় হলো ইলম।

যুক্তি: ইলম ছাড়া ইবাদত করা অন্ধকারে হাঁটার মতো। ওজু, নামাজ, রোজা বা হজের মাসআলা না জানলে ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ইবাদতকে সহীহ ও কবুলযোগ্য করতে ইলম অপরিহার্য।

৫.২ নৈতিকতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধি (character Building)

১. আত্মিক পরিশুদ্ধতা (Tazkiyah) সম্পর্কে আয়াত

সাফল্যের চাবিকাঠি:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

,সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে"
যে নিজেকে কলুষিত করেছে।" (সূরা আশ-শামস, আয়াত: ৯-১০)

আল্লাহর সামনে পরিচ্ছন্ন অন্তর:

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

কেবল সেই মুক্তি পাবে, যে আল্লাহর কাছে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে উপস্থিত"
হবে।" (সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত: ৮৯)

২. উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা সম্পর্কে হাদীস

রাসূল (সা.) প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

,নিশ্চয়ই আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।" (বায়হাকী"
(কুবরা: ২১৩০১

ঈমানের পূর্ণতা:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

মুমিনদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ তারা, যাদের চরিত্র সবচেয়ে"
সুন্দর।" (সুনানে তিরমিজি, ১১৬২)

পরকালের মিজানে ওজন:

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

কিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী আর কোনো বস্তু হবে"
না।" (সুনানে তিরমিজি, ২০০২)

তাকওয়া ও নৈতিকতা:

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো। মন্দের পর ভালো কাজ করো, যা" মন্দকে মিটিয়ে দেবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।" (সুনানে তিরমিজি, ১৯৮

বর্তমান যুগে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় একটি বড় সমস্যা। দ্বীনি ইলম কেবল তথ্য দেয় না, বরং অন্তরে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) সৃষ্টি করে।

প্রভাব: একজন জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে গিবত করা, হিংসা করা বা মিথ্যা বলা কতটা ভয়াবহ গুনাহ। ইলম মানুষকে বিনয়ী হতে শেখায় এবং অহংকার থেকে দূরে রাখে।

৫.৩ হালাল-হারাম ও আধুনিক জীবনধারা

১. হালাল ও হারামের মূল নীতিমালা (কুরআনের আয়াত)

পবিত্র বস্তু হালাল ও অপবিত্র বস্তু হারাম:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম" করেন।" (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭) [৬]

আল্লাহর নেয়ামত ভোগ ও সীমা লঙ্ঘন না করা:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

,হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সব চমৎকার বস্তু হালাল করেছেন" সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না।" (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৮৭) [৬[

২. হালাল-হারাম ও সন্দেহজনক বিষয় (হাদীস)

সুস্পষ্ট হালাল ও হারাম (প্রসিদ্ধ হাদীস):

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট; আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক" ,বিষয়াবলী, যা অনেক মানুষই জানে না।" (সহীহ বুখারী, ৫২; সহীহ মুসলিম ১৫৯৯) [১১[

দ্বীন ও সম্মান রক্ষা:

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকল, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে রক্ষা" করল।" (সহীহ বুখারী, ৫২) [১১]

সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা ছেড়ে দাও এবং যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না তা" গ্রহণ করো।" (সুনানে তিরমিজি, ২৫১৮) [১১]

হালাল রুজির গুরুত্ব:

كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

যে শরীর হারাম উপার্জনে গঠিত হয়, জাহান্নামের আগুনই তার জন্য বেশি" উপযোগী।" (শুআবুল ঈমান, ৫৫০৩) [১১]

বর্তমান জটিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় (যেমন: ব্যাংকিং, ফ্রিল্যান্সিং, ব্যবসা) কোনটি হালাল আর কোনটি সুদ বা হারাম, তা নিরূপণ করা কঠিন।

প্রয়োজনীয়তা: একজন মুসলিম হিসেবে উপার্জনকে পবিত্র রাখতে হলে ব্যবসার শরয়ী নীতিমালা জানা প্রয়োজন। দ্বীনি ইলম আমাদের শেখায় কীভাবে আধুনিক যুগেও হালাল পথে টিকে থাকা যায়।

৫.৪ পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা

১. পারিবারিক শান্তি ও দয়া (কুরআনের আয়াত)

দাম্পত্য জীবনের শান্তি:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি হলো এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য" থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা (আর-রূম, আয়াত: ২১

পারিবারিক সদ্ব্যবহার:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে জীবন অতিবাহিত করো।" (সূরা আন-" (নিসা, আয়াত: ১৯

২. সামাজিক শান্তি ও ঐক্য (কুরআনের আয়াত)

পারস্পরিক মীমাংসা ও শান্তি:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই; অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে" শান্তি স্থাপন করো এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" (সূরা (আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০

সংহতি ও ঐক্য:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআন ও সুন্নাহ) শক্ত করে ধরো এবং" পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১০৩)

৩. পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি সম্পর্কে হাদীস

পরিবারে সর্বোত্তম আচরণ:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আর" ,আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের সবার চেয়ে উত্তম।" (সুনানে তিরমিজি (৩৮৯৫

সামাজিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসা:

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে, আর"
"তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে।
(সহীহ মুসলিম, ৫৪)

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও নিরাপত্তা:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ"
থাকে।" (সহীহ বুখারী, ১০)

প্রতিবেশীর অধিকার:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে"
সদ্ব্যবহার করে।" (সহীহ মুসলিম, ৪৭)

পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা এবং সন্তানদের একে অপরের ওপর কী কী অধিকার রয়েছে, তা দ্বীনি ইলম ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়।

সমাজ সংস্কার: ১. সমাজ সংস্কারের মূলনীতি (কুরআনের আয়াত)

উৎকৃষ্ট জাতির দায়িত্ব (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ):

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

;তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাদের মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে"
তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১১০) [২[

পারস্পরিক বিবাদ মিমাংসা ও সংস্কার:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই; অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে বিবাদ"
মিটিয়ে দাও (শান্তি ও সংস্কার স্থাপন করো)।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০) [৯]

সামাজিক পরিবর্তনের শর্ত:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা"
নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।" (সূরা আর-রাদ, আয়াত: ১১) [২]

২. সমাজ সংস্কার সম্পর্কে হাদীস

অন্যায়ের প্রতিবাদ ও পরিবর্তন:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

তোমাদের কেউ যদি কোনো অন্যায় হতে দেখে, তবে সে যেন তা হাত দিয়ে" ;পরিবর্তন করে দেয়। যদি তাতে সক্ষম না হয়, তবে মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) আর যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তবে অন্তর দিয়ে (তা ঘৃণা করে)।" (সহীহ মুসলিম, ৪৯) [৩[

সামাজিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

একজন মুমিন অন্য মুমিনের জন্য ইমারত বা দেয়াল সদৃশ, যার এক অংশ অন্য" অংশকে শক্তিশালী করে।" (সহীহ বুখারী, ৪৮১) [৩]

জনকল্যাণ ও মানবসেবা:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

মানুষের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে মানুষের জন্য বেশি কল্যাণকর।" (আল-মু'জামুল" আওসাত, ৫৭৮৭) [৩[সমাজে যখন দ্বীনি ইলমের চর্চা বাড়ে, তখন জুলুম, মাদক এবং অনৈতিকতা হ্রাস পায়। ইসলামি জ্ঞান একজন মানুষকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

৫.৫ অপপ্রচার ও ফিতনা প্রতিরোধ

১. অপপ্রচার ও তথ্য যাচাই সম্পর্কে (কুরআনের আয়াত)

তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

,হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে" তবে তোমরা তা যাচাই করে নাও, পাছে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসো।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৬) [২]

মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা রটনার পরিণাম:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

যারা চায় যে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা (বা অপপ্রচার) ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য" দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আন-নূর, আয়াত: ১৯) [১৫]

ফিতনার ভয়াবহতা:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

,আর ফিতনা (বিশৃঙ্খলা/দাঙ্গা) হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর।" (সূরা আল-বাকারাহ" (আয়াত: ১৯১

২. ফিতনা ও গুজব রোধে হাদীস

শুনে কথা বলা বা ছড়ানোর বিপদ:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই না" করে) তাই বলে বেড়ায়।" (সহীহ মুসলিম, ৫) [৩[

ফিতনার সময় মুমিনের অবস্থান:

سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي

অচিরেই অনেক ফিতনা আসবে; তখন বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির" "চেয়ে নিরাপদ থাকবে এবং দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি পথচারীর চেয়ে নিরাপদ থাকবে। (সহীহ বুখারী, ৭০৮১ - অর্থাৎ ফিতনা থেকে দূরে থাকা উত্তম) [১৫]

গীবত ও পরনিন্দা পরিহার:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

চুগলখোর (যে অন্যের কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (সহীহ" মুসলিম, ১০৫) [৩[

অনিষ্ট থেকে মুসলিমকে রক্ষা:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার" দোষ গোপন রাখবেন।" (সহীহ মুসলিম, ২৬৯৯) [৩]

বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে ইসলামের নামে অনেক ভুল তথ্য ও ভ্রান্ত আকিদা ছড়ানো হয়।

প্রতিরক্ষা: যার কাছে সঠিক দ্বীনি ইলম আছে, সে খুব সহজেই বাতিল মতবাদ বা ফিতনা শনাক্ত করতে পারে। নিজের ঈমানকে যুক্তি ও দলিলের মাধ্যমে রক্ষা করার জন্য ইলম হলো প্রধান হাতিয়ার।

এই অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ:

বাস্তব জীবনে দ্বীনি ইলম কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি একটি সফল জীবন গড়ার মূল নকশা। এটি আমাদের শেখায় কীভাবে আল্লাহর দাসত্ব মেনে নিয়ে দুনিয়াতে শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি লাভ করা যায়।

অধ্যায় ৬: উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ (Conclusion)

অত্র গবেষণার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, দ্বীনি ইলম কেবল কতিপয় তথ্যের সমষ্টি নয়, বরং এটি আত্মিক মুক্তি ও সঠিক পথে চলার একমাত্র আলোকবর্তিকা। আমরা দেখেছি যে, ইসলামের প্রথম বাণীই ছিল জ্ঞানভিত্তিক। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একজন জ্ঞানীর মর্যাদা সাধারণ ইবাদতকারীর চেয়ে অনেক উঁচুতে। দ্বীনি ইলম মানুষকে কেবল পরকালের পথই দেখায় না, বরং দুনিয়াতে আদর্শ চরিত্র গঠন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ভ্রান্ত মতবাদ থেকে ঈমান রক্ষায় ঢাল হিসেবে কাজ করে। পরিশেষে বলা যায়, আমলহীন ইলম যেমন ফলহীন বৃক্ষ, তেমনি ইলম ছাড়া আমল হলো ভিত্তিহীন ইমারত। তাই উভয় জগতের সফলতার জন্য দ্বীনি ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য।

৬.২ সুপারিশসমূহ (Recommendations)

গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান প্রজন্মের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

মৌলিক জ্ঞান নিশ্চিতকরণ:সঠিক বুঝ বা প্রজ্ঞা:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান (গভীর প্রজ্ঞা) দান করেন।" (সহীহ বুখারী, ৭১)

অজ্ঞতার চিকিৎসা:

فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

,নিশ্চয়ই অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো (জ্ঞানীকে) জিজ্ঞাসা করা।" (সুনানে আবু দাউদ"

(৩৩৬ প্রতিটি মুসলিম পরিবারে সন্তানদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অন্তত 'ফরজে আইন' (মৌলিক দ্বীনি জ্ঞান) শিক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত।

সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা: আধুনিক শিক্ষার সাথে দ্বীনি শিক্ষার একটি সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীরা পার্থিব উন্নতির পাশাপাশি নৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ হতে পারে।

নির্ভরযোগ্য উৎস নির্বাচন: বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে ভুল তথ্য থেকে বাঁচতে নির্ভরযোগ্য আলেম এবং প্রামাণ্য কিতাবসমূহ থেকে জ্ঞান অর্জনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ইলম ও আমলের সমন্বয়:

১. ইলম ও আমলের সমন্বয় (কুরআনের আয়াত)

বিশ্বাস ও কর্মের সংযোগ:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে (ইলম লাভ করেছে) এবং সৎকর্ম (আমল)"
করেছে।" (সূরা আল-আসর, আয়াত: ৩)

উপদেশ ও আচরণের মিল:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো?" (সূরা আস-সাফ, আয়াত: ২)"

ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণাম:

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অসন্তোষজনক।" (সূরা আস-"
(সাফ, আয়াত: ৩

২. ইলম ও আমল সম্পর্কে হাদীস

আমলহীন ইলমের বিচার:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ فِيهِ

—কিয়ামতের দিন কোনো বান্দার পা নড়বে না যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে"
তার বয়স কোন কাজে ব্যয় করেছে এবং তার ইলম অনুযায়ী সে কী আমল
করেছে।" (সুনানে তিরমিজি, ২৪১৭)

উপকারী ইলমের প্রার্থনা:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য"
আমল প্রার্থনা করছি।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৯২৫)

ইলমের নূর ও আমল:

الْعِلْمُ نُورٌ

ইলম হলো নূর (আলো)।" (ইমাম শাফিঈ র.-এর উক্তি—যা আমলের মাধ্যমে" বিকশিত হয়)।

ব্যর্থ ইলম থেকে আশ্রয়:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন ইলম থেকে আশ্রয় চাই যা কোনো" উপকারে আসে না (অর্থাৎ যা আমল পর্যন্ত পৌঁছায় না)।" (সহীহ মুসলিম, ২৭২২)

অর্জিত জ্ঞানকে কেবল মস্তিষ্কে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো বা আমল করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

সামাজিক প্রচারণা:

১. সামাজিক প্রচারণার মূলনীতি (কুরআনের আয়াত)

প্রচারের উত্তম পদ্ধতি:

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত (প্রজ্ঞা) ও উত্তম" উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো পছন্দনীয় পন্থায়।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৫) [৮[

কল্যাণের পথে আহ্বানকারী দল:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান" করবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১০৪) [২[

নম্রতার সাথে প্রচার:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন; যদি আপনি রূঢ় ও" কঠোর চিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত।" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৫৯) [৮[

২. সামাজিক প্রচারণা সম্পর্কে হাদীস

ব্যক্তিগত প্রচারের দায়িত্ব:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও।" (সহীহ" বুখারী, ৩৪৬১) [১০[

সুপারিশ বা প্রচারের নেকী:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পথ দেখাবে (বা প্রচারণা চালাবে), সে ওই কাজ" সম্পাদনকারীর সমান সওয়াব পাবে।" (সহীহ মুসলিম, ১৮৯৩) [১০]

সত্যান্বেষী প্রচারক:

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

,কল্যাণের পথপ্রদর্শক (প্রচারক) কল্যাণ অর্জনকারীর মতোই।" (সুনানে তিরমিজি" (২৬৭০

সহজ করা, কঠিন না করা:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

তোমরা (দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে) সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ দাও এবং" মানুষকে দূরে সরিয়ে দিয়ো না (বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না)।" (সহীহ বুখারী, ৬৯) [৮]

জুমার খুতবা, সেমিনার এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography/References

[1]. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মু'জামুল ওয়াফী, পৃঃ ৭০৫।

[2]. আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ৩০/২৯০।

[3]. তিরমিযী হা/২১৫৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৩।

[4]. হাকেম হা/৩৬০; দারেমী হা/৪৯৮।

[5]. বুখারী হা/১১৩।

[6]. বুখারী হা/১১২।

[7]. ইবনে মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে হা/৩৯১৩।

[8]. কিতাবুল ইলম, অনুচ্ছেদ- ১০।

[9]. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১) ফাযলুল ইল্ম ওয়াল 'উলামা (বৈরুত: আল মাকতাব আল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ২৯।

[10]. ছালেহ আল-উছায়মীন: শরহে রিয়াযুছ ছালেহীন ৫/৪১৬।

[11]. কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) মদিনা: বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, ১/১০২৭ পৃ:।

[12]. ফাযলুল ইল্ম ওয়াল উলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ৩০-৩১।

[13]. ‘আমল কবুলের শর্ত তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া (যুমার ৩৯/২)। দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব তাফসীরুল কুরআন, সূরা আছর ৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্র:।

[14]. মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছায়মিন: শরহ রিয়াযিছ ছালেহীন (রিয়াদ: দারুল ওতান, ১ম প্রকাশ ১৪২৮ হি:) ৫/৪১৩-৪১৪।

[15]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৩২১; মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ ১/২৩১।

[16]. মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ পৃঃ ২।

[17]. মুসতাদরাক হাকিম হা/৩১৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৪২১৪।

[18]. ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/৩৯৬০; বাযযার হা/২৯৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/৬৫।

[19]. মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৭০; ইলামূল মু‘আক্কেইন ২/২৫৬।

[20]. আবু দাউদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২।

[21]. ত্বাবরানী আওসাত্ব হা/২/১১৪; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/৮২।

[22]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, ১৫৬ পৃঃ; ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাশক ৫০/৫৭১; গাযালী, ইহইয়া উলূমুদ্দীন ১/১৭-১৮।

[23]. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৯-২২৪। তিনি প্রায় চল্লিশটি দিক উল্লেখ করেছেন।

[24]. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম: যাদুল মা‘আদা ৩/৫৮।

[25]. https://marj3y.com/صحة-من-أراد-الدنيا-فعليه-بالعلم-ومن-أرا/

[26]. বুখারী হা/৭১, ৩১১৬, ৭৩১২; মুসলিম হা/২৪৩৬, ২৪৩৯।

[27]. ফাযলুল ইল্ম ওয়াল ওলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ:৮০।

[28]. বুখারী হা/৬১।

•

[29]. তিরমিযী হা/২৩৪৫; সিলসিলা ছহীহা হা/২৭৬৯।

[30]. মুসলিম হা/৪৩১০।

[31]. ইবেন মাজাহ হা/২৪২, ইবনে খুজাইমাহ হা/২৪৯০।

[32]. বুখারী হা/১৩৫৩
আল-কুরআনুল কারীম (অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)।
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম (কিতাবুল ইলম)।
এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন – ইমাম গাজালী (র.)।
আদাবুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম – শায়খুল ইসলাম ইমাম নববী (র.)।
ফাতাওয়া ইসলামিয়া – সমকালীন মাসআলার জন্য।